২১
আমাদের
অহংকার

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

ফেব্রুয়ারি ২০১৩, মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ : যাত্রা শুরু

বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুর

বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশাল

বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট

বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়া

বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী

বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা

বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল

বাংলাদেশ ব্যাংক সদরঘাট

সম্পাদকীয়

আনুষ্ঠানিকভাবে গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ উদ্বোধন হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ময়মনসিংহ অফিস। এটি হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের দশম শাখা অফিস। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ময়মনসিংহ বাংলাদেশের একটি পুরাতন ও বর্তমানে দেশের তৃতীয় বৃহৎ জেলা। বৃহত্তর ময়মনসিংহের ছয়টি জেলায় বিভিন্ন ব্যাংকের প্রায় ছয়শ শাখা রয়েছে যা বাংলাদেশের মোট ব্যাংক শাখার সাত শতাংশেরও বেশি। এখন থেকে এগুলো ময়মনসিংহ অফিসের মাধ্যমে মনিটর করা হবে।

দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এটি যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তেমনি জাতির জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মহান ভাষা আন্দোলন। নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে আবার এসেছে একুশে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহীদদের স্মরণে 'জাতীয় শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বে পালিত হবে নানা আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় আয়োজনে। বাংলাদেশ ব্যাংকেও এর ব্যত্যয় ঘটবে না। মহান একুশের সকল শহীদদের প্রতি রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  গোলাম মহিউদ্দীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
- **প্রচ্ছদ**
  মালেক টিপু
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া
- **প্রচ্ছদলিপি**
  সৈয়দ লুৎফুল হক

ব্যাংক পরিক্রমার স্মৃতিময় দিনগুলোর কথা পর্বের এবারের অতিথি এম. মোহসীনুর রহমান, প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন এই মহাব্যবস্থাপক তার কিছু কথা বলেছেন আমাদের প্রতিবেদকের সাথে।

স্মৃতিময় দিনগুলো

বাংলাদেশ ব্যাংকের পুরনো দিনের কথা কি মনে পড়ে ?

বাংলাদেশ ব্যাংকে সুদীর্ঘ কর্মকালীন অনেক ঘটনা এখনও স্মৃতিতে উজ্জ্বল। যেসব সহকর্মী এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে কাজ করেছি তারাও স্মৃতিতে অম্লান। মেজবাহউদ্দিন চৌধুরী, এস. এ. কবীর, এম. এ. বেগ, মহবুবুর রহমান খান, এস. বি. চৌধুরী–এদের সবার সঙ্গে ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট নানা কাজ করেছি। বাংলাদেশ ব্যাংকে সব থেকে বেশি সময় কাজ করেছি এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট-এ। আমি মহাব্যবস্থাপক থাকাকালীন ডিরেগুলেশন্স হয় এবং টাকা কারেন্ট অ্যাকাউন্টে কনভার্টিবেল করা হয়। সেই সময়ের কথা এখনো বেশ মনে পড়ে।

বর্তমান যুগের বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন পরিবর্তন সম্পর্কে বলুন–

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা প্রধানত নিয়ন্ত্রকের। বাংলাদেশ ব্যাংক এখন বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক অভিভাবক। পূর্বের বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকার চেয়ে এটা কিছুটা ভিন্নতর। পূর্বের ভূমিকা ছিল অনেকটা শাসকের মত এবং অর্থ মন্ত্রণালয় ছাড়া অন্য কারো কাছে দায়বদ্ধতা ছিল কি-না বোঝা যেত না। আজকাল প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বাংলাদেশ ব্যাংক মতামত প্রদান করে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে। পূর্বে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার প্রদান এবং তাদেরকে তথ্য প্রদান ছিল বিরল ঘটনা। এখন তা নেই। এই উন্মুক্ততা খুব ভাল লাগছে এবং ব্যাংকের ভূমিকার এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। ব্যাংকিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ব্যাংকে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন, কৃষিঋণ সহজিকরণ এবং কৃষকদের ব্যাংকমুখী করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে।

আপনার বর্তমান সময় কিভাবে কাটে ?

বইপত্র, ম্যাগাজিন পড়ার অভ্যাস ছিল। গান শুনতে ভালোবাসতাম। এখনও ভালোবাসি এবং নিয়মিত শুনি। প্রায় সব ধরনের গানই ভাল লাগে। মাঝে মাঝে সময় কাটতে চায় না, মনে হয় থমকে আছে। কাজ নেই। অথচ কাজ করতে ভালোবাসি। নিজেকে অনেক কাজে লাগাতে পারি। কিন্তু সুযোগ নেই, মানুষ কাজ ছাড়া বাঁচে, বাঁচতে পারে?

আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্য কে কি করছেন ?

আমার স্ত্রী গৃহিণী। তবে সে একটি এনজিও'র অবৈতনিক উপদেষ্টা। এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়ে ডাক্তার। ছেলে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করছে।

বর্তমানের বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে কিছু বলুন–

বাংলাদেশ ব্যাংকের সকলের জন্য আমার একটা কথা, আপনাদের উপর নির্ভর করছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি। আপনাদের সুনাম ব্যাংকের সুনাম আর আপনাদের কোন একজনের নেতিবাচক কাজ ব্যাংকের ভাবমূর্তির উপর সরাসরি আঘাত করে। বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। আমার গর্ব আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপনারাও সেরকম গর্ব অনুভব করবেন আশা করি।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ–

নতুন আঙ্গিকে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা দেখে চমৎকৃত হয়েছি। আরো চমৎকৃত হয়েছি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার ব্যাংক পরিক্রমায় প্রকাশ হতে দেখে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার সঙ্গে যুক্ত সকলকে অশেষ ধন্যবাদ।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

মঙ্গোলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার এফআইইউ এর সাথে

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সম্প্রতি রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে Egmont Group এর ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর প্রধান ও ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান এবং উপ পরিচালক মোঃ মাসুদ রানা এবং অর্থ মন্ত্রণালয় হতে উপ সচিব মোঃ রিজওয়ানুল হুদা অংশগ্রহণ করেন।

সভা চলাকালীন বাংলাদেশ এফআইইউ মানি লন্ডারিং, টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং এবং এ সংক্রান্ত সম্পৃক্ত অপরাধের তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে মঙ্গোলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার এফআইইউ এর সাথে পৃথক পৃথক দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।

এছাড়াও বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল বিভিন্ন Working Committee এর সভায় অংশগ্রহণ করে।

এবছর অনুষ্ঠিতব্য Egmont Group এর ২১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এই সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ করার বিষয়টি মোটামুটি নিশ্চিত বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, Egmont Group এর সদস্য পদ লাভ করলে বিশ্বের প্রায় ১৩০টি দেশ থেকে সহজে মানি লন্ডারিং, টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং এবং এ সংক্রান্ত সম্পৃক্ত অপরাধের তথ্য পাওয়া সহজ হবে।

মঙ্গোলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করছেন বিএফআইইউ প্রধান ও ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান

খুলনায় আঞ্চলিক টাউন হল সভা অনুষ্ঠিত

সুপারভিশন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার উদ্যোগ হিসেবে Financial Integrity: Managing Operational Risks and Avoiding Serious Losses at the Branch Level শীর্ষক একটি রিজিওনাল টাউন হল সভা খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এবং খুলনা অফিস যৌথভাবে ১১ নভেম্বর ২০১২ তারিখে এ সভার আয়োজন করে। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা ও বরিশালের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে গভর্নর ড. আতিউর রহমান এ সভার উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস. কে. সুর. চৌধুরী, গভর্নরের সিনিয়র কনসালটেন্ট মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, সুপারভিশন অ্যাডভাইজার মিঃ গ্লেন টাস্কি, ন্যাশনাল ফ্রড রিস্ক ডিটেকশন এন্ড রিস্ক মিটিগেশন অ্যাডভাইজার মোহাম্মদ হোসেন এবং সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট নির্বাহী পরিচালকবৃন্দসহ মহাব্যবস্থাপকগণ।

গভর্নর বলেন, ব্যাংকের বিবিধ কাজের সাথে জড়িত পদ্ধতিগত ও পরিচালনাগত ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান সম্ভাব্য ব্যবসায়িক ঝুঁকি নির্ণয়, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্বারোপের লক্ষ্যেই এই আঞ্চলিক টাউন হল সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্ভাব্য দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে তার ভিত্তিতে শাখাসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনেরও পরামর্শ প্রদান করেন।

সভায় জাল-জালিয়াতি প্রতিরোধের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড-২০১১

কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কৃত হলেন

পাঁচজন কর্মকর্তা

কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড-২০১১ পেলেন বিভিন্ন বিভাগের কৃতি পাঁচজন কর্মকর্তা। এ উপলক্ষে ৯ জানুয়ারি ২০১৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বিজয়ী কর্মকর্তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। কৃতি পাঁচ কর্মকর্তাকে গভর্নর স্বাক্ষরিত সম্মাননাপত্র এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মারক স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালক ও মহাব্যস্থাপকগণসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

২০১১ সালের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা হলেন বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ, আই টি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের সিস্টেমস্ এনালিস্ট মোহাম্মদ রাহাত উদ্দিন, সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট সেল এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের উপ পরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রব এবং ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের উপ পরিচালক আব্দুল হাই।

অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, দেশের আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সাথে পরিচালনা করতে প্রয়োজন একটি অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মী বাহিনী। উপযুক্ত স্বীকৃতি ও পুরস্কার ছাড়া কখনোই দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরি করা সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে গভর্নর পুরস্কারপ্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়ানো এবং নারী কর্মীদের বিশেষভাবে এ পুরস্কারের জন্য বিবেচনায় আনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ব্যক্তির পাশাপাশি দলভিত্তিক পুরস্কার প্রবর্তনের কথাও উল্লেখ করেন।

ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা তার বক্তব্যে পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ব্যাংকিং খাতকে ডিজিটাইজড করার মাধ্যমে ব্যাংকের দৈনন্দিন কাজে গতি ও স্বচ্ছতা অনেকাংশে বেড়ে গেছে বলেও তিনি জানান।

পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে আই টি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের সিস্টেমস্ এনালিস্ট মোহাম্মদ রাহাত উদ্দিন রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড প্রদানের সাথে জড়িত সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজের মান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যাংকের সাথে কর্মকর্তা/কর্মচারীর আত্মিক সম্পৃক্ততা নিবিড়করণ, কর্মসহায়ক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে উত্তম কাজের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সেরা কর্মীকে পুরস্কৃত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড এন্ড রিওয়ার্ড পলিসি ২০০৫ প্রণীত হয়। উক্ত নীতিমালার আলোকে প্রতি বছর ব্যাংকের সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তাকে মনোনীত ও পুরস্কৃত করা হচ্ছে।

গভর্নর ড. আতিউর রহমানের সাথে রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পাঁচজন কর্মকর্তা (বাম থেকে) আব্দুল হাই, মোঃ নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ রাহাত উদ্দিন, জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ ও মোহাম্মদ আবদুর রব

জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ

বন্ড মার্কেট উন্নয়নে গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে জগন্নাথ চন্দ্র ঘোষ উৎকর্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনে প্রশংসনীয় ও জোরালো ভূমিকা রাখেন। তার নিরলস প্রচেষ্টায় ট্রেজারি বিল ও বন্ডের নিলাম, রেপো ও সেকেন্ডারি মার্কেট লেনদেনের অনলাইন ব্যবস্থা ৩০ অক্টোবর ২০১১ থেকে চালু করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বন্ড মার্কেট উন্নয়নে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

মোহাম্মদ রাহাত উদ্দিন

বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটটির উন্নয়ন, নতুন তথ্য সংযোজন, দ্রুততম সময়ে তথ্য আপডেট করাসহ নিরবচ্ছিন্নভাবে সাইটের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার কাজটি মোঃ রাহাত উদ্দিন অত্যন্ত সাবলীলভাবে আন্তরিকতা ও সফলতার সাথে করছেন। এছাড়া ইন্ট্রানেট সিস্টেমস্ আপ টু ডেট রাখা এবং নতুন নতুন ফিচার সংযোজন, ই-টেন্ডার সিস্টেমের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দরদাতা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান প্রক্রিয়ায় তার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

মোঃ নজরুল ইসলাম

মোঃ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ ব্যাংকের সামগ্রিক উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন সেন্ট্রাল ব্যাংক স্টেংদেনিং প্রজেক্টের সূচনা থেকেই এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের অটোমেশন প্রক্রিয়ার সাথে প্রথম থেকেই নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কম্পিউটারাইজেশনের ক্ষেত্রে এ যাবৎ অর্জিত ব্যাপক অগ্রগতিতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মোহাম্মদ আবদুর রব

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ এর খসড়া প্রণয়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন, AML/CFT Risk & Vulnerability Assessment of Bangladesh সম্পন্নকরণে ভূমিকা পালন এবং APF Starting Group এর South Asian Regional Representative হিসেবে বাংলাদেশের সদস্য পদ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আব্দুল হাই

Risk Management Guidelines for Banks, Financial Stability Report 2010, Financial Stability Report 2011, Quick Review Report (QRR) Format এবং Quick Reference Guide for Observer of Banks প্রণয়নে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। বিশ্ব ব্যাংকের Banking Sector Monthly Monitoring Format পরিমার্জন ও পর্যালোচনা উপযোগী করা এবং Financial Projection Model এর ড্রাফট প্রপোজাল মডিফিকেশনের ক্ষেত্রেও তিনি অবদান রেখেছেন।

ব্যতিক্রমী শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

ময়মনসিংহের গৌরীপুরের সবজি বিক্রেতা মোঃ হাসিম উদ্দিন ও শিরিন আক্তার এর দুই কন্যা সুমি ও জেরিন দারিদ্র্যের কাছে হার না মেনে নিরলস পরিশ্রম আর মেধাকে কাজে লাগিয়ে ২০১২ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়। দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধে জয়ী মেধাবী দুই শিক্ষার্থী জেরিন ও সুমিকে স্বীকৃতি দেয়ার লক্ষ্যে ২০ ডিসেম্বর ২০১২ বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ডরুমে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সুমি ও জেরিনকে সাউথইস্ট ব্যাংক ও ডাচ্-বাংলা ব্যাংক প্রদত্ত বৃত্তি প্রদান করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এ অনুষ্ঠানে ব্যাংকদু'টোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুবুল আলম ও কে. শামসি তাবরেজসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী, নাজনীন সুলতানা, নির্বাহী পরিচালক মোঃ আহসান উল্লাহ, মহাব্যবস্থাপক এ.এন.এম আবুল কাশেম ও এ.এফ.এম আসাদুজ্জামান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ আহসান উল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অতিথিবৃন্দ জেরিন ও সুমিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। মোঃ হাসিম উদ্দিন তার সন্তানদের পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের সংগ্রামের কথা জানান। গভর্নর তার বক্তব্যে মোঃ হাসিম উদ্দিন ও তার পরিবারের সবাইকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, সন্তানদের জন্য সংগ্রামে কষ্টের পাশাপাশি আনন্দও আছে এবং দুই মেয়ের মেডিক্যালে ভর্তির সুযোগ বাবা-মার সে আনন্দকে পূর্ণতা দিয়েছে। তিনি জেরিন ও সুমির হাতে শিক্ষাবৃত্তির চেক তুলে দেন এবং সাউথইস্ট ব্যাংক ও ডাচ্-বাংলা ব্যাংক এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের শুভেচ্ছা হিসেবে স্মারক নোট প্রদান করেন। গভর্নর ব্যাংকগুলোকে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে ব্যয়িত অর্থের বড় অংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করার আহ্বান জানান।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

ঢাকা ঃ মহান বিজয় দিবস-২০১২ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং হলে অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু পরিষদ বাংলাদেশ ব্যাংক শাখা, ঢাকা এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মোঃ নেছার আহাম্মদ ভূঁঞার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমেদ। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ড. নাজমা শাহীন, ঢাকা মহানগর বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, বীর বিক্রম এবং সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোহাম্মদ দিদার আলী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

চট্টগ্রাম ঃ মহান বিজয় দিবস ২০১২ উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, চট্টগ্রাম অফিসের উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর ২০১২ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকাশ চন্দ্র বড়ুয়ার সঞ্চালনায় এ আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজল আহমদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় পতাকা ও কমান্ডের পতাকা উত্তোলন এবং ব্যাংক প্রাঙ্গনের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া।

প্রবৃদ্ধিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ এগিয়ে

জাতিসংঘের উন্নয়ননীতি ও পর্যালোচনা বিভাগের 'বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস ২০১৩' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১২ সালে কিছুটা ধীরগতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যেও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার অর্থনৈতিক চিত্র অনুকূল ছিল। এর পেছনে প্রবাসী আয় ও ভোক্তা ব্যয় বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধিই মূল ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করে জাতিসংঘের উন্নয়ননীতি ও পর্যালোচনা বিভাগ।

১৭ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে একটি মন্থর বছর পার করলেও ২০১৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা বাড়বে। ২০১২ সালে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার প্রবাসী শ্রমিকদের আয় দেশগুলোর বিশাল বাণিজ্য ঘাটতিতে কিছুটা ভারসাম্য এনেছে। বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ায় গত বছরের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে প্রবাসী আয় আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০ শতাংশ বেড়েছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়।

সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১১ সালে ৫.৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হওয়ার পর ২০১২ সালে এ অঞ্চলের গড় দেশজ উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ৪.৪ শতাংশ হারে। তবে ভারতের উন্নতির প্রভাবে এ অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালে ৫ শতাংশ ও ২০১৪ সালে ৫.৭ শতাংশ হারে বাড়তে পারে। আর বাংলাদেশ ২০০৯ সালে ৫.৭ শতাংশ, ২০১০ সালে ৬.১ শতাংশ, ২০১১ সালে ৬.৭ শতাংশ, ২০১২ সালে ৬.২ শতাংশ, ২০১৩ সালে ৬.৩ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে ৬.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে বলে ধারণা করছেন জাতিসংঘের অর্থনীতিবিদরা।

এসএমই খাতে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ উন্নয়নে জাইকা সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন উদ্যোগ

এসএমই কে বলা হয়ে থাকে 'engine of growth' কিংবা 'employment generating machine' এবং সে কারণেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা আনয়নসহ বেকারত্ব হ্রাসের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নকে বাংলাদেশ ব্যাংক তার অগ্রাধিকারসমূলক নীতি ব্যবস্থাসমূহের অন্যতম হিসেবে বেছে নিয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসএমই খাতের প্রকৃত উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে একটি মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি উৎপাদনমুখী ঋণ বাজার সৃষ্টি আবশ্যক। দেশের ব্যাংকিং খাতে এসএমই উদ্যোগে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ চাহিদার তুলনায় ঋণের সরবরাহ অপ্রতুল। এ ক্ষেত্রে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি তহবিল স্বল্পতা ও ব্যাংকারদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রদানে ব্যাংকারদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তহবিল সরবরাহের মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসএমই খাতে বিনিয়োগে সক্রিয় করার লক্ষ্যে জাইকার সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের আওতায় সহনীয় সুদ হার ও কারিগরি সহায়তাসহ জাপানের বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচির আওতায় Financial Sector Project for the Development of Small and Medium sized Enterprises (FSPDSME) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২১টি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ১৮টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অক্টোবর ২০১২ থেকে এ প্রকল্পের আওতায় পূর্ব ও পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রকল্পে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সুবিধাসমূহ

- প্রকল্পের আওতায় দেশের সকল এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণ উৎপাদনমুখী স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ প্রকল্পে সর্বনিম্ন ২ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৮ বছর মেয়াদে প্রকল্প ঋণ সুবিধা পেতে পারেন;
- উদ্যোক্তাগণ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৯০% পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পেতে পারেন;
- প্রকল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ৫.০০ লক্ষ টাকা হতে ৫.০০ কোটি টাকা;
- প্রতি বছর নবায়নের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর যাবৎ বিনিয়োগ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট চলতি মূলধন পাওয়ার সুযোগ;
- প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক ঋণের সুদের হার ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। প্রকল্পের আওতায় ঋণের সুদ হার প্রকল্প কর্তৃপক্ষ মনিটর করবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. এসএমই খাতে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সরবরাহে যে তহবিল স্বল্পতা রয়েছে তা দূরীকরণে নমনীয় শর্তে তহবিল সরবরাহ

২. বাংলাদেশ ব্যাংক ও অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই উন্নয়ন ও এসএমই ফাইন্যান্সিং বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান

প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ

জাইকা সহায়তাপুষ্ট এ প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে ঃ

১. ব্যাংক ও নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এসএমই খাতে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি

২. দেশে এসএমই খাতে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের ঋণ বাজার সৃষ্টি

৩. এসএমই খাত তথা দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন

ব্যাংক ও নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান ও জাইকার বাংলাদেশ অফিস প্রধান ড. তাকাও তোদা

প্রকল্পের আওতায় অগ্রাধিকার খাতসমূহ

১. নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের যোগ্য ঋণ প্রস্তাবসমূহ
২. ক্লাস্টার ও এলাকা ভিত্তিক এসএমই অর্থায়ন
৩. কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন
৪. আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন
৫. রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক খাত ও উদ্যোগ
৬. এসএমই খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রকল্প
৭. প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রস্তাব
৮. এসএমই খাতে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি

যেসব ক্ষেত্রে এ প্রকল্পের ঋণ পাওয়া যাবেনা

১. প্রাথমিক শস্য এবং মৎস্য উৎপাদন
২. রিয়েল এস্টেট এবং হাউজিং (ফ্লোর স্পেস/ফ্ল্যাট নির্মাণ/ক্রয় কিংবা এ সংক্রান্ত ব্যবসা)
৩. মূল্যবান ধাতুর (স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি) উৎপাদন/ব্যবসা
৪. অ্যালকোহল জাতীয় পণ্য উৎপাদন এবং এর ব্যবসা ও সেবা
৫. অ্যামিউজমেন্ট এবং এন্টারটেইনমেন্ট (অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, ট্যুরিজম, ফিল্ম এবং টিভি ব্রডকাস্টিং ব্যতীত)
৬. সামরিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে (অস্ত্র, গোলাবারুদ)

জাইকা সহায়তাপুষ্ট এ প্রকল্প হতে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা

- শিল্পনীতি ২০১০ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি সার্কুলার ১/২০১১ তারিখঃ ১৯ জুন ২০১১ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ক্ষুদ্র কিংবা মাঝারি উদ্যোগ এর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে
- বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং ব্যবসা পরিচালনা করছে এমন প্রতিষ্ঠান হতে হবে
- যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসা/উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৫০% এর অধিক ব্যক্তি মালিকানা থাকতে হবে
- কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/উদ্যোগ কিংবা কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে না
- বিদেশী কোন কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত ব্যক্তি খাতের উদ্যোগেও এ ঋণ পাওয়া যাবে তবে বাংলাদেশী উদ্যোক্তার মালিকানা ন্যূনতম শতকরা ৫১ ভাগ হতে হবে
- প্রকল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণের ন্যূনতম ১০% উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান নিজ উৎস হতে অর্থায়ন করতে সক্ষম হতে হবে

প্রকল্পের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন ও পূর্ব অর্থায়ন কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে যে কোন তথ্যের প্রয়োজনে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এ যোগাযোগ করা যাবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

Capacity Building Training Program এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

যোগ্য বিনিয়োগ ক্ষেত্রসমূহ

১. স্থায়ী সম্পত্তি
   (১) যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম
   (২) কারখানা বিল্ডিং [গুদাম, কারখানা ভবন ও কারখানা অফিস] এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সিভিল ওয়ার্কস্
   (৩) কারিগরি সহায়তা, পরামর্শক সেবা এবং প্রশিক্ষণ
২. প্রাথমিক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট চলতি মূলধন

বিনিয়োগ অযোগ্য ঋণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রসমূহ

১. জমি ক্রয় ও জমি ব্যবহার মালিকানা ক্রয়
২. কর ও আমদানি শুল্ক প্রদান
৩. ট্রেড ফাইন্যান্স
৪. কনজ্যুমার লোন
৫. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রকল্প

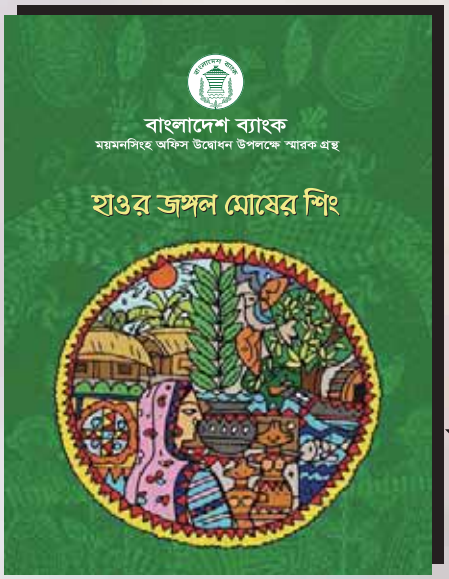

বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ : যাত্রা শুরু

দেশের অন্যতম বৃহৎ জেলা ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০ম শাখা অফিস ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সামাজিক গুরুত্বের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ সদরের দুর্গাবাড়ি রোডে 'হৃদয় টাওয়ার' নামক একটি ভবনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ শাখা উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক গুরুত্বের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল অফিসের বিভিন্ন কাজ যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে সম্পাদনের দিক বিবেচনায় রেখে দীর্ঘ বাইশ বছর পর বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থান হিসেবে ময়মনসিংহকে বিবেচনা করা হয়েছে। ময়মনসিংহের ছয়টি জেলায় বিভিন্ন ব্যাংকের প্রায় ৬০০টি শাখা রয়েছে। যা দেশের মোট ব্যাংক শাখার সাত শতাংশেরও বেশি। ময়মনসিংহ শহরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা উদ্বোধনের ফলে এখন থেকে এসব শাখা বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ এর মাধ্যমে মনিটর করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। গভর্নর আরও বলেন, এখন থেকে নতুন টাকা সরাসরি ময়মনসিংহ শাখায় স্থানান্তরের মাধ্যমে মজুদ করে রাখা যাবে। প্রয়োজনে এ শাখা থেকে চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর ও বগুড়া অফিসে নতুন টাকা স্থানান্তর করা সহজতর হবে। ময়মনসিংহ শাখা হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখা। এই শাখার মাধ্যমে নতুন নোট বিতরণ, সঞ্চয়পত্র-প্রাইজবন্ড ক্রয়-বিক্রয়, ট্রেজারি কার্যক্রম এবং ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনাসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মোঃ লোকমান হোসেন মিয়া বলেন, সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ শাখার জন্য ভূমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে সবরকম সহযোগিতা প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ভবনে কার্যক্রম শুরু হলে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ শাখার মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ তার বক্তব্যে ময়মনসিংহ শাখা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. এম. এ. সাত্তার মণ্ডল, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, ময়মনসিংহ পৌরসভার মেয়র ও ময়মনসিংহ চেম্বারের সভাপতি মোঃ ইকরামুল হক টিটু, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়াজ আহমেদ এবং উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ. কে. এম. শফিকুর

রহমান। উল্লেখ্য, এর আগে ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিস উদ্বোধনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা ও পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক ইন্দ্রাণী হক।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

ময়মনসিংহ শহরের স্থানীয় একটি হোটেলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। 'ব্যবসায়িক উন্নয়নে গতিশীলতা আনয়ন ও উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ব্যাংকের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের হাতে ৪টি ফরমালিন শনাক্তকরণ যন্ত্র হস্তান্তর করেন গভর্নর। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মোঃ লোকমান হোসেন মিয়া, এফবিসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন, এফবিসিসিআইয়ের পরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ পৌরসভার মেয়র ও ময়মনসিংহ চেম্বারের সভাপতি ইকরামুল হক টিটু।

অনুষ্ঠানে গভর্নর বলেন, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ পৃথিবীর ৩০টি বড় অর্থনীতির দেশের মধ্যে থাকবে। আর বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তা ইতোমধ্যে চোখে পড়ছে। গত চার বছর ধরে গড়ে সাড়ে ৬ শতাংশ করে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি আমরা। একই সময়ের ব্যবধানে রেমিট্যান্স এবং রিজার্ভের পরিমাণ প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। তিনি ব্যাংকগুলো জনগণের টাকায় চলে উল্লেখ করে বলেন, জনগণের স্বার্থেই ব্যাংককে কাজ করতে হবে।

ময়মনসিংহ অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে প্রীতি সম্মেলন ও স্মারক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ 'হাওর জঙ্গল মোষের শিং' এর মোড়ক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ মোঃ মতিউর রহমান, সংসদ সদস্য; ড. মোঃ রফিকুল হক, ভাইস চ্যান্সেলর-বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; ড. এম. এ. সাত্তার মণ্ডল, সদস্য-পরিকল্পনা কমিশন; মোঃ লোকমান হোসেন মিয়া, জেলা প্রশাসক-ময়মনসিংহ; মোঃ ইকরামুল হক টিটু, মেয়র-ময়মনসিংহ পৌরসভা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা ও পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান।

প্রীতি সম্মেলনে গভর্নর বলেন, ময়মনসিংহে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা খোলার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনও সর্বোচ্চ সহযোগিতা, পরিশ্রম করেছেন। তাদের সেই সহযোগিতা আর শ্রমের ফলেই দীর্ঘ ২২ বছর পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন একটি শাখা খোলা সম্ভব হয়েছে। প্রশাসন এবং ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা খোলার এই সময়টিকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত ও স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দেশের প্রতিষ্ঠিত ও গুণী বেশ ক'জন লেখক ও ব্যক্তিত্বের লেখা দিয়ে 'হাওর জঙ্গল মোষের শিং' শিরোনামের স্মারকগ্রন্থটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের কাছেও সমানভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

'হাওর জঙ্গল মোষের শিং' শিরোনামের স্মারকগ্রন্থটিতে মুক্তিযুদ্ধে ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ নানা বিষয়ে ১৯জন লেখকের কবিতা, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। স্মারক গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন মাহফুজুর রহমান। গ্রন্থটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রীতি সম্মেলন শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ অঞ্চলের সর্বস্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ, ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, শিল্প ও সংস্কৃতি অঙ্গনের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

মায়ের হাতের পিঠা

মোঃ সাইরুল ইসলাম

শীত আসলে মায়ের স্মৃতি
মানসপটে ভাসে-
দু'চোখ বেয়ে সুখের পানি
ঝরঝরিয়ে আসে-
রাতের বেলা ভাই-বোনদের
সঙ্গে করে নিয়ে-
পিঠা খাওয়ার ধরনা দিতাম
মায়ের কাছে গিয়ে।
চুলোর পাশে মাকে ঘিরে
সাত ভাই-বোন মিলে-
গপাগপ পিঠা খেতাম
যেমন চাইতো দিলে।
পাটি সাপটা, পাকন পিঠা
ভাপা, ছিটা পিঠা
মা বানাতো আমরা খেতাম
আহ কত যে মিঠা!
শীতের রাতে সারা গাঁয় থাকতো নাকো ঘুম-
বাড়ি বাড়ি পড়ে যেত পিঠা খাওয়ার ধুম।
দেশ বিদেশে আজও সবাই
নানান পিঠা খাই-
মায়ের হাতের পিঠার মত স্বাদ কি তাতে পাই?

কবিতা, এসেই বলে যাই

নাসরিন বানু

'মাধবী এসেই বলে যাই' এর মত কবিতা এসেই বলে যাই
এই যাই যাই ভাব কবিতার অনেকদিনের
রাত তখন তিনটে হবে
(মধ্যরাতে এমন ঘুম ভাঙার অভ্যাস ছিল স্বপ্ন দেখার দিনে)
হঠাৎ সজোরে জানান দিল একযোগে গোটা কয়েক ককটেল
লাগলো গিয়ে একেবারে ঝুলে থাকা জোসনার গায়ে
নিমেষে ধোঁয়ায় ঢেকে দিল আকাশের ঝকঝকে দেহ
তিলোত্তমা মজুমদার (আমার প্রিয় লেখক, প্রিয় মানুষও বটে)
পড়ে জেনেছিলাম 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' লাগে
অথচ...। তিলোত্তমা, তুমি তো ভীষণরকম মিথ্যুক।
দিনে দিনে আমাদের বোধ বুদ্ধি খুন হচ্ছে ককটেল,
চাপাতি আর গলাবাজিতে
শার্টের বোতামের মত একটা একটা করে
মনুষ্যত্ব খুলে পড়ে যাচ্ছে গভীর খাদে
রাগী রোদ, ঘন ঠাণ্ডা, বৈরি বাতাস রুখে শরীর আড়াল হবে কী দিয়ে!
দ্রোহের আগুনে কয়লা হয়ে যাওয়া লাশের সারি দেখে আঁতকে উঠি
খবরের কাগজ, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া কষ্টে জারে জার হয়ে যায়
আমরাও ক্ষণিকের জন্য বনে যাই বনেদী দুঃখী, মস্ত বিবেকবান
তারপর? আবার ডুবে যাই গোঁজামিল জীবনের কোমলগান্ধারে
হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা আমাদেরকে নিয়ে যায় কাঁটা লুকানো ফুলেল বাগানে
হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া লজ্জায় লুকিয়ে ফেলে তার মোহন বাঁশী
এভাবেই চলছি, চলছি.... ছুটছি... থামছি... চলছি কোথায়...
আকাশের তো ভোর আছে
আমাদের কী আছে?

শীতের পূর্বাভাস

কাকলী আহমেদ

হেমন্ত জানান দিলো, এই তো শীত আর দূরে নয়,
কূলহারা পাখি অচিরেই ফিরবে নিরিবিলি কূলে।
সোনালী টানে, সুরেলা ঐকতানে কৃষকের গোলা
...বিহানে কৃষাণীর ব্যস্ততা ভরে দেবে ধানের ঝকমারি।
তুমি কী চাওনি কখনো এমন জবজবে ঘামে
ভিজে যাক কৃষক ও কৃষাণীর ছাই রঙা তনু।
মন ভারী করে থাক বাপের বাড়িতে যাবে বলে
আঁটঘাট বেঁধেছে যে নারী।
ভাবো দেখি এমনটি হয় যদি!
ফসল, নর, নারী, শ্রম, কাস্তে
সবকিছু একসাথে মিলে
কাঁধে রেখে কাঁধ
মিলেমিশে ঐকতানে
নিছক সুখের দোলায়
আমাদের প্রাণের হাহাকার
বিস্ফোরিত হোক সুখের রিনিঝিনি গানে।
আর নয় ক্ষুধাক্লিষ্ট অবয়ব
পেট পিঠ মিলে যাওয়া কঙ্কালসার মানুষ
অদৃষ্ট ও শ্রমের একাত্মতা দিক
পোয়াতি বউদের ঘরে ঘরে হৃষ্টপুষ্ট সোনার সন্তান।

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা

সুবলকুমার বণিক

ভোলানাথ লিখেছিল পরবর্তীতে

ভোলানাথ লিখেছিল পরবর্তীতে
পণ্ডিত হাসলেন তার কীর্তিতে।
'শব্দটা পেলি কোথা বিলকুল ভুল
ফের যদি লিখেছিস ছিঁড়ে দেব চুল !
পরবর্তীর পরে লিখবি **সময়**
সেটাই শুদ্ধ হবে ব্যাকরণে কয়।'
এরপর একদিন বাবু ভোলানাথ–
আগামীতে লিখে হল হাজির হঠাৎ।
শব্দটা কেটে দিয়ে পণ্ডিত ক'ন,
'তোরই হাতে বেশি হয় শব্দদূষণ !
আগামীতে নয় হবে **আগামী দিনে**
শুদ্ধ ও ভুল সবই রাখবি চিনে।'

[আজকাল খুব লেখা চলছে 'পরবর্তীতে', 'আগামীতে', 'আগামীর' ইত্যাদি। বাংলা ব্যাকরণের একটি সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, 'বিশেষণ পদের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয় না।' 'পরবর্তী' ও 'আগামী' এ দুটোই বিশেষণপদ। এদের সঙ্গে কখনই বিভক্তি যুক্ত হবে না। বিশেষণের পরে জুতসই বিশেষ্যপদ বসিয়ে সেই বিশেষ্যের সঙ্গে বিভক্তি যোগ করতে হবে।
সেজন্যই 'পরবর্তীতে' নয়, 'পরবর্তী সময়ে' বা 'পরবর্তী কালে' বা শুধুই 'পরে'। 'আগামীতে' নয়, 'আগামী দিনে'। 'আগামীর' নয়, 'আগামী দিনের'। ঠিক তেমনিভাবে 'আগামীতে' নয়, 'ভবিষ্যতে'। 'আগামীর' নয়, 'ভবিষ্যতের'।
বিশেষণের সঙ্গেও কখনও কখনও বিভক্তি যুক্ত হয়, তবে সেটা এক শর্তে। এরকম ক্ষেত্রে বিশেষণপদটিই বিশেষ্য হিসেবে গণ্য হয়। যেমন, 'তোমার ভালর জন্যই বলছি।' এই 'ভাল' বিশেষ্যপদ এবং এর অর্থ 'মঙ্গল', 'কল্যাণ'।]

ট্যাংকুবান প্যারাহু : বিশ্বখ্যাত আগ্নেয়গিরি

মাহফুজুর রহমান

ইন্দোনেশিয়ার জাভা প্রদেশের রাজধানী বানদুং; এটি একটি ঐতিহ্যবাহী শহর। বানদুং-এ রাত কাটিয়ে সকাল সকাল আমরা রওনা হলাম ট্যাংকুবান প্যারাহু। সুউচ্চ পাহাড়ি এলাকা ট্যাংকুবান প্যারাহু। এখানে একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কারেন্সী অফিসার সাইফুল ইসলাম খান এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার গোপাল চন্দ্র দাস আমার সাথে আছেন। জীপ ছুটে চলছে হাইওয়ে ধরে। চারদিকে অফুরন্ত গাছপালা, ফসলের জমি। অপরূপ সবুজের সমারোহ এ এলাকায়। আমরা কেবল মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছি আর এগিয়ে যাচ্ছি।

বানদুং থেকে ট্যাংকুবান প্যারাহু প্রায় ২২ কি.মি. দূরে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। গাড়ি পাহাড়ি রাস্তা ধরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে অনেক উপরে। আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি পৌঁছে একটা সমতল স্থানে গাড়ি থামলো। এখানে চারদিকে অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়। আর পাহাড়গুলো বিশাল বিশাল গাছে আবৃত। কোথায় যেন একটা পাখি একটানা ডেকে যাচ্ছে; পাখিটির মিষ্টিমধুর কণ্ঠ মুহূর্তের জন্যে আমাদের উদাস করে দেয়।

খাসির মস্তক বের করার জন্যে মাথাটা দাঁড় করিয়ে উপর থেকে খুলির একটা অংশ খুলে ফেললে যেরকম দেখা যায় এখানকার আগ্নেয়গিরিটি ঠিক সেরকম। একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা ভেতরের তাজা আগ্নেয়গিরিটি দেখতে পেলাম। লাল গনগনে আগুন যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে মাটির নীচ থেকে। এর চারদিকে গাছের কাণ্ড দিয়ে শক্ত বেড়া দেয়া আছে। আমরা ধীরে ধীরে নীচে নামছি আর ছবি উঠিয়ে নিচ্ছি। অনেকটা নীচে নামার পর আর একটা সমতল ভূমি পাওয়া গেল। সেখানে অনেকগুলো দোকান। এগুলোর মধ্যে শো-পিসের দোকান তো আছেই, তাছাড়া নানারকম পিঠা, চা, আইসক্রিম ইত্যাদিও আছে। নীচের দিকে নামার সিঁড়ি বেশ প্রশস্ত, আর তার পাশেও আছে শো-পিসের দোকান। এসব দোকানের আকর্ষণ হচ্ছে শো-পিসগুলো মূলত এখানেই বানানো। বাইরের দেশ থেকে আমদানি করা নয়। আকাশের অবস্থা বেশ খারাপ, তাই আমরা দ্রুত সব কিছু দেখে নিচ্ছি এবং ছবি তুলছি। বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে নানা দেশের পর্যটকরা নানা অঙ্গভঙ্গি করে ছবি তুলছে। এসব দেখতে বেশ ভাল লাগছে। এবার আমি উদাস নয়নে একটু ভাব নিয়ে ছবি তুলতে যাব, মাত্র পোজ নিয়ে দাঁড়িয়েছি, আর অমনি ঝম করে বৃষ্টি নেমে এল। আমরা দৌড়ে গিয়ে একটা দোকানে ঢুকে গেলাম। আমাদের সৌভাগ্য, দোকানটি সুন্দর সুন্দর শো-পিসে ভর্তি এবং এগুলোর দামও অবিশ্বাস্যরকম কম। আমি অনেকগুলো শো-পিস কিনে নিলাম। ঘন্টাখানেক ধরে এগুলো কেনার পরও বৃষ্টি থামলো না। অগত্যা পলিথিন মাথায় দিয়ে আমরা দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। আমাদেরকে দৌড়তে দেখে ড্রাইভার এগিয়ে এলেন এবং বললেন যে এখানে দৌড় দেয়া ঠিক হয়নি। কারণ অনেক উঁচু বলে এখানে অক্সিজেন কম। সত্যিই, অক্সিজেনের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে আমাদেরকে অনেকক্ষণ ধরে হাঁফাতে হলো।

এবার গাড়ি চললো বানদুং এর উদ্দেশে। কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা এক বিরাট জ্যামে পড়ে গেলাম। অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে জানতে পারলাম যে সামনে একটা বড় গাছ ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে এবং রাস্তা আটকে গেছে। আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের গাড়ি লাইন থেকে উল্টোপথে বেরিয়ে এল। এবার আমাদের ফিরতে হবে প্রায় ৮০ কি.মি. ঘোরাপথে। আমি মনে মনে খুশিই হলাম, দেশ দেখার চমৎকার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। পথে এক জায়গায় থেমে আমরা রাস্তার পাশের দোকান থেকে চা খেলাম, ফল কিনলাম। বনের ভেতর রাস্তার পাশে এই দোকানের মালিক একজন ভদ্রমহিলা। বন থেকে তিনি নিজেই এসব ফল তুলে নিয়ে আসেন এবং রাস্তার পাশে দোকান দিয়ে বিক্রি করেন। তার আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

গাড়ি আবার ছুটে চললো। কিন্তু বৃষ্টির ভেতর রাস্তা যেন আর শেষ হয় না। এদিকে আমরা বেশ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছি। রাস্তায় কোথাও বসে খাবার মতো কোন হোটেল পাওয়া যাচ্ছে না। যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল, তখন আমরা পাহাড়ি এলাকা ছেড়ে সমতল ভূমির পথ পেলাম। কিছুদূর যেতেই একটা গ্রামীণ বাজারে গাড়ি থামলো। সেখানে বেশ ক'টি রেস্টুরেন্ট আছে। আমরা হাতমুখ ধুয়ে একটা রেস্টুরেন্টে বসে গেলাম। রেস্টুরেন্টটি মোটামুটি ভদ্রস্থ এবং পরিচ্ছন্ন। এখানে গরম ভাতের সাথে নানারকম তরকারি পাওয়া যাচ্ছে। আমরা মুরগির ফ্রাই এবং কাঁচামরিচের তরকারি দিয়ে মজা করে ভাত খেলাম। এখানে কেবল কাঁচামরিচ তেলে ভেজে যে তরকারি রান্না করা হয় তার স্বাদ অপূর্ব। তবে যারা ঝাল খেতে অভ্যস্ত নন তাদের জন্যে এটা উপাদেয় নাও হতে পারে। কারণ ইন্দোনেশিয়ার মানুষেরা এমনিতেই অনেক ঝাল খেতে পছন্দ করেন। প্রতিবারের সকল খাবারের সাথেই বড় বড় শুকনা মরিচ ভাজা তাদের পাতে চাই-ই-চাই। খাওয়া শেষে হু-হা করতে করতে আমরা যখন গাড়িতে উঠতে যাবো তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে সাইফুলকে পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সাইফুল মন খারাপ করে এসে বললো- এমন জায়গায় নিয়ে এসেছ যেখানে পানই পাওয়া যায় না। এত্ত মজার খাবারের আমেজটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

লেখক : নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

কম্পিউটারে বাংলা লিখন

মোঃ ইকরামুল কবীর

বাংলাদেশের মাতৃভাষা বাংলা। তাই আমাদের দৈনন্দিন কাজে বাংলা লিখতেই হয়। কিন্তু কম্পিউটার কীবোর্ডে বাংলা না থাকলে অনেকেই সমস্যায় পড়ে যান। অনেকে টাকা খরচ করে বাংলা সম্বলিত কীবোর্ড কিনে আনেন। নিচের ছবিটি অনুসারে কিছুদিন চর্চা করলেই এসকল বিপত্তি এড়ানো যায়। আসুন এ পর্বে জেনে নিই কোন কী-তে আছে বাংলা কোন অক্ষর ঃ

লেখক : সহকারী মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (এডি)
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়
ফোনঃ ৩৩৯৪, ইমেইল : kabir.ekramul@bb.org.bd

তথ্য কনিকা

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক
'বাংলাদেশ ব্যাংক'
যার হোল্ডিং নম্বর : ২৫-৩৪,
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০

ব্যক্তিগত ভ্রমণে কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বহন করা যাবে

বাংলাদেশ থেকে মায়ানমার এবং সার্কভুক্ত দেশগুলোতে ব্যক্তিগত ভ্রমণের জন্য মাথাপিছু প্রতিপঞ্জিকাবর্ষে অনধিক ২০০০ মার্কিন ডলার নেয়া যাবে। এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশ ভ্রমণের জন্য পঞ্জিকাবর্ষ প্রতি মাথাপিছু অনধিক ৫০০০ মার্কিন ডলার নেয়া যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরগণ

স্বাধীন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক সামগ্রিক কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সংখ্যা ৪০০২ এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৯৮৯ (৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত)। শুরু থেকে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংকে মোট ৯ জন গভর্নর এই ব্যাংকে কার্যভার পরিচালনা করেছেন। তাঁরা হলেন :

১। এ. এন. এম. হামিদুল্লাহ্ (১৮ জানুয়ারি ১৯৭২ হতে ১৮ নভেম্বর ১৯৭৪)
২। এ. কে.এন আহমেদ (১৯ নভেম্বর ১৯৭৪ হতে ১৩ জুলাই ১৯৭৬)
৩। এম নুরুল ইসলাম (১৩ জুলাই ১৯৭৬ হতে ১২ এপ্রিল ১৯৮৭)
৪। শেওফতা বখ্ত চৌধুরী (১২ এপ্রিল ১৯৮৭ হতে ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯২)
৫। খোরশেদ আলম (২০ ডিসেম্বর ১৯৯২ হতে ২১ নভেম্বর ১৯৯৬)
৬। লুৎফর রহমান সরকার (২১ নভেম্বর ১৯৯৬ হতে ২১ নভেম্বর ১৯৯৮)
৭। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন (২৪ নভেম্বর ১৯৯৮ হতে ২২ নভেম্বর ২০০১)
৮। ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ (২৯ নভেম্বর ২০০১ হতে ৩০ এপ্রিল ২০০৫)
৯। ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ (১ মে ২০০৫ হতে ৩০ এপ্রিল ২০০৯)

বর্তমানে ১০ম গভর্নর ড. আতিউর রহমান ২০০৯ এর ০১ মে থেকে দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

২০১২ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

শারমীনা সুলতানা লাবণ্য
পিতাঃ মোঃ শাহ্জাহান আলী খান
ডিডি, মতিঝিল অফিস
মাতাঃ শাহানাজ খানম লিখন
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

ফাতিহা তাসনিম ফার্জিয়া
পিতাঃ মোঃ শওকাতুল আলম
(জেডি, ডিওএস, প্র.কা.)
মাতাঃ সামসুন নাহার
মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

শাফী আহমেদ
পিতাঃ মোঃ শাহজাহান মিঞা
(ডিডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.)
মাতাঃ সালমা আক্তার
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

জামিউল হক দীপ্ত
পিতাঃ মোঃ মন্জুরুল হক
(জেডি, বৈ.মু.নী.বি, প্র.কা)
মাতাঃ মমতাজ হক
মণিপুর হাই স্কুল এন্ড কলেজ

নাবিলা আনন
পিতাঃ মোঃ মোস্তাক হোসেন সরকার
(এডি, ইডি আইসিটি মহোদয়ের শাখা)
মাতাঃ আসমা রহমান
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
পিতাঃ মোঃ মোছলে উদ্দিন
(ডিজিএম, আইএডি, প্র.কা.)
মাতাঃ মাসুমা আক্তার
মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ

ফারিয়া শাহযারিন জেরিন
পিতাঃ মোঃ হাসান মাহমুদ
(ডিডি, বগুড়া অফিস)
মাতাঃ শাহ্নাজ আক্তার
আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, বনশ্রী

২০১২ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

অনাদি ইফতেখার
পিতাঃ খন্দকার ইফতেখার হাসান
(ডিডি, ডিসিপি, প্র.কা.)
মাতাঃ ফাতেমা নাছরীন
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ

মল্লিক নাদিম আরমান অমি
পিতাঃ মল্লিক এনায়েতুল্লাহ
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)
মাতাঃ নিরু নাছরিন খন্দকার লাকী
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

মহিউদ্দিন আলমগীর কবির
পিতাঃ মোঃ এনায়েত কবির
(এডি, সিএসডি-২, প্র.কা.)
মাতাঃ শারমিন সুলতানা কেয়া
লাইফ প্রিপারেটরী স্কুল, উত্তরা

আশিকুর রহমান লাব্বাইক
পিতাঃ খঃ হাবিবুর রহমান
(ডিডি, বিআরপিডি, প্র.কা.)
মাতাঃ সাদিয়া রহমান ঊর্মী
মণিপুর হাই স্কুল এন্ড কলেজ

নুশেরা তাজরীন জুঁই
পিতাঃ মোঃ হাসান মাহমুদ
(ডিডি, বগুড়া অফিস)
মাতাঃ শাহ্নাজ আক্তার
আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, বনশ্রী

আনিকা তাসনিম সাদিয়া
পিতাঃ মোঃ আব্দুল হাফিজ
(ডিএম, সিলেট)
মাতাঃ আলেয়া ফেরদৌসী
শিশু শিলন কিন্ডার গার্টেন, সিলেট

আবু মাহদী চৌধুরী
পিতাঃ মোঃ আব্দুল ফাত্তাহ
আলমগীর চৌধুরী
(এএম, সিলেট)
মাতাঃ ছুফিয়া খানম
আল-আমীন জামেয়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট

মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি

সৈয়দ তারিকুজ্জামান

বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক সৈয়দ তারিকুজ্জামান ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। সৈয়দ তারিকুজ্জামান ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। তিনি ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ যেমন বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশালে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

স্নাতক (সম্মান) ২০১২ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত

সাজিদ হাসান
পিতাঃ খন্দকার মমতাজ হাসান
জেএম, মতিঝিল অফিস
মাতাঃ উম্মে সালমা
অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্পেশাল অলিম্পিকে সাফল্য

বি, এম, এ কাফি ব্রুনাইয়ের দারুস সালামে ৪র্থ স্পেশাল অলিম্পিক এশিয়া প্যাসিফিকে (২৫-৩০ নভেম্বর ২০১২ তে অনুষ্ঠিত) বোচী (BOCCE) প্রতিযোগিতায় ৩টি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক পেয়ে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। কাফি বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম ব্যবস্থাপক (ক্যাশ) মাজহারুল ইসলাম ভূইয়া ও আসমা বেগমের পুত্র।

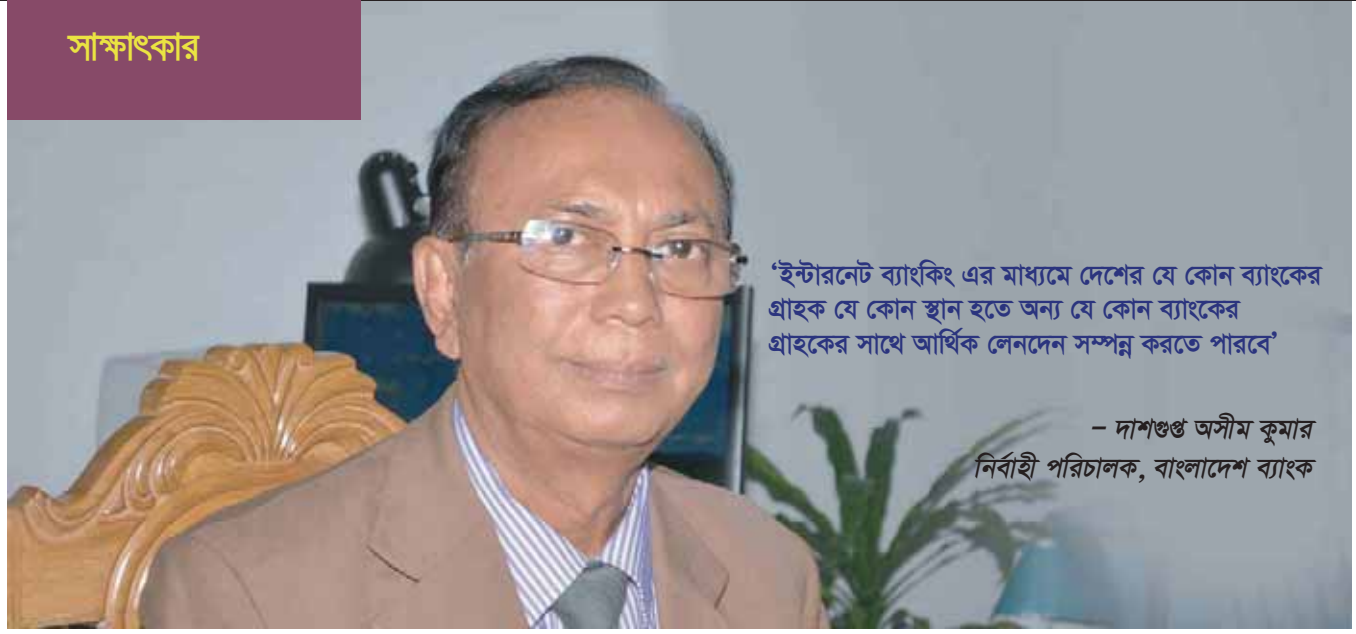

‘ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে দেশের যে কোন ব্যাংকের গ্রাহক যে কোন স্থান হতে অন্য যে কোন ব্যাংকের গ্রাহকের সাথে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবে’

– দাশগুপ্ত অসীম কুমার
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিচালক দাশগুপ্ত অসীম কুমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন। সাম্প্রতিককালে ইএফটি, মোবাইল ব্যাংকিং, এনপিএসবি, টাকা জাদুঘর, অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে এবারের পর্বে আমরা তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলাম–

***Electronic Fund Transfer* পদ্ধতিটি কিভাবে কাজ করে থাকে ?**

বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN) আন্তঃব্যাংক লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য এক অনন্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে চেকের মত কোন কাগজী ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহৃত হয় না এবং এটি অত্যন্ত আধুনিক, ব্যয় সাশ্রয়ী, দ্রুত ও এর কার্যকারিতা অনেক বেশি। EFT এর মাধ্যমে বেতন প্রদান, অভ্যন্তরীণ অর্থ প্রেরণ, ডিভিডেন্ড/রিফান্ড ওয়ারেন্ট- এর অর্থ প্রদান, ইউটিলিটি বিল প্রদান, লোন/ইন্স্যুরেন্স-এর কিস্তি প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভব ।

স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত অনেক কোম্পানি এই পদ্ধতিতে ডিভিডেন্ড দিচ্ছে, জীবন বীমা কোম্পানিসমূহ প্রিমিয়াম গ্রহণ করছে। আমরা ইউটিলিটি সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (তিতাস, গ্যাস, ডেসকো) কে অনুরোধ করেছি তারা যেন EFT ব্যবহার করে বিল গ্রহণ করে। বর্তমানে এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ ১৭টি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বেতনভাতাদি প্রদান করা হচ্ছে।

BEFTN এ একটি দ্রুত, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব পরিশোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি এবং এর সম্প্রসারণ গ্রিন ব্যাংকিংকেও উৎসাহিত করবে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ অব বাংলাদেশ নামীয় একটি যুগান্তকারী পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে- এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলবেন কি?

বাংলাদেশ ব্যাংক ATM, POS, Mobile এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক আন্তঃব্যাংক ইলেকট্রনিক লেনদেনসমূহ নিষ্পত্তি করার একটি নতুন মাধ্যম হিসেবে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, বাংলাদেশ (NPSB) প্রবর্তন করেছে। বর্তমানে মোট ৪টি ব্যাংক NPSB-তে সংযুক্ত হয়েছে। বেশ কয়েকটি ব্যাংক টেস্টিং এর পর্যায়ে আছে। আগামী মাসের মধ্যে আরও ১৫টি ব্যাংক NPSB এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক ইলেকট্রনিক লেনদেনসমূহের ক্লিয়ারিং ও নিষ্পত্তি করবে। বর্তমানে এটিএম এর মাধ্যমে নগদ টাকা উত্তোলন, মিনি স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স অনুসন্ধান, ফান্ড ট্রান্সফার সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করা যাচ্ছে। উল্লিখিত সেবাসমূহ ছাড়াও অদূর ভবিষ্যতে আরও ২৪ প্রকারের সেবা পাওয়া যাবে।

ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, বাংলাদেশ (NPSB) আন্তঃব্যাংক ও অংশীদারি সুইচ (Switch) সমূহের মধ্যে ইলেক্ট্রনিক লেনদেন ক্লিয়ারিং ও নিষ্পত্তির জন্য একটি Common Platform হিসেবে কাজ করবে। কাগুজে নোটের লেনদেনের তুলনায় NPSB এর মাধ্যমে প্রেরিত ইলেকট্রনিক লেনদেনসমূহ মূল্য সাশ্রয়ী, দ্রুত, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ হবে। এ সুইচ বাস্তবায়নের ফলে সকল প্রকার ক্রেডিট কার্ডের দেশীয় লেনদেনের নিষ্পত্তি দেশেই হবে। ফলে এ ধরনের লেনদেন এর জন্য কোনরূপ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় প্রয়োজন হবে না। ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে দেশের যে কোন ব্যাংকের গ্রাহক যে কোন স্থান হতে অন্য যে কোন ব্যাংকের গ্রাহকের সাথে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবে।

দেশের সকল ইউটিলিটি কোম্পানিসমূহ এখন হতে গ্রাহকের যে কোন ব্যাংক হিসাব হতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিল গ্রহণ করতে পারবে। ফলে দেশে নগদ অর্থের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে এবং কাগুজে মুদ্রার ব্যবহার ও মুদ্রণ ব্যয় হ্রাস পাবে। এতে জাল নোট, ময়লা নোট প্রভৃতির বিড়ম্বনা থেকে আমরা স্বস্তি পাবো। একই সাথে NPSB এর মাধ্যমে লেনদেনকৃত পণ্য ও সেবার মূল্য ‘বিক্রয় কর’ ও ‘মূল্য সংযোজন কর’ সহ সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। NPSB এর মাধ্যমে এরকম লেনদেন কেন্দ্রীয় ব্যাংককে গ্রাহক পর্যায়ে ব্যয়ের ধরন সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ধারণা দেবে যা দেশে মুদ্রার চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে কার্যকর মুদ্রানীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়িত গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে কিছু বলুন–

আপনারা জানেন যে, দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী ব্যাংকিং সেবা থেকে বঞ্চিত। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অর্থাৎ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রচলনের অনুমোদন প্রদান করে। ২০০৯ সাল থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হলেও ২০১০-১১ নাগাদ এই প্রক্রিয়া গতি লাভ করে। দেশে কার্যরত সকল ব্যাংক যাতে একটি level playing field এ কাজ করতে পারে সে লক্ষ্যে গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে ‘Guidelines on Mobile Financial Services (MFS) for the Banks’ শীর্ষক নীতিমালা প্রণীত হয়। মোবাইলে ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানে আমরা Bank Led Model অনুসরণ করছি, যা আন্তর্জাতিকভাবেও প্রশংসিত হয়েছে।

এই ধরনের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে বৈদেশিক রেমিটেন্স গ্রাহকের নিকট দ্রুততার সাথে পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হলেও

বর্তমানে গ্রাহকের মোবাইল হিসাবে অর্থ জমা/উত্তোলন, অর্থ স্থানান্তর (P2P), এজেন্ট/ব্যাংক শাখা/এটিএম/মোবাইল অপারেটর আউটলেট এর মাধ্যমে অর্থ আদান প্রদান/লেনদেন, ব্যক্তি কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ পরিশোধ-P2B (যেমন ইউটিলিটি বিল, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, লোন ইনস্টলমেন্ট, মোবাইল টপ আপ, ই-টিকেটিং), বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যক্তির অর্থ পরিশোধ-B2P (যেমন তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ), সরকার কর্তৃক ব্যক্তির অর্থ পরিশোধ-G2P (যেমন কৃষি ভর্তুকি, বিধবা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ইত্যাদি), ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের অর্থ পরিশোধ -P2G (যেমন কর পরিশোধ) ইত্যাদি সেবা প্রদান সম্ভব। ফলে ব্যাংক হিসাব না থাকলেও গ্রাহকেরা তাদের মোবাইল হিসাব ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবা গ্রহণ করতে পারবে। আবার ব্যাংক হিসাব আছে এমন গ্রাহকেরা তাদের ব্যাংক হিসাব মোবাইল হিসাবের সাথে যুক্ত করতে পারবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এ পর্যন্ত ২৫টি ব্যাংককে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানের জন্য অনাপত্তি প্রদান করেছে। এর মধ্যে ১৬টি ব্যাংক তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। এই সেবার আওতায় ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষাধিক এবং ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে দেশব্যাপী ৪৫ হাজার এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। এ খাতে সেবা চালুর সময় থেকে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত মোট লেনদেনের পরিমাণ প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা।

মূলত মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রচলনের মাধ্যমে নিম্নআয় এবং ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবাভুক্তির (Financial Inclusion) আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানত ভিত্তি সম্প্রসারণ ও বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থনীতির মূল ধারায় ব্যবহারের সুযোগ হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রশিক্ষণ একাডেমীতে স্থাপিতব্য দেশের একমাত্র টাকা জাদুঘর সম্বন্ধে কিছু বলুন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৪র্থ তলায় ছোট আকারের একটি মুদ্রা জাদুঘর (Currency Museum) বিদ্যমান রয়েছে। এই জাদুঘরটিকে পূর্ণাঙ্গ, আধুনিক এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্পন্ন একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জাদুঘরে পরিণত করার লক্ষ্যে মিরপুরের প্রশিক্ষণ একাডেমীর বৃহৎ পরিসরে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে টাকা জাদুঘর স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্থাপিতব্য জাদুঘরে আমাদের উপমহাদেশের উয়ারি বটেশ্বর এর সময়কাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সকল প্রকার মুদ্রা সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হবে। এছাড়া টাকা জাদুঘরে রক্ষিত মুদ্রার উৎস ও ইতিহাসও সংরক্ষণ করা হবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে টাকা জাদুঘরটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করা যাবে বলে আশা রাখছি।

বাংলাদেশ ব্যাংক জাল নোট সনাক্তকরণের ব্যবস্থা হিসেবে Fake Note Analysis Center স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে- এটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে ?

অন্যান্য দেশের মত জালনোট আমাদের জন্যও একটি সমস্যা। এ সমস্যা নিরসনে নানাবিধ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে সচেতনতা বৃদ্ধি, নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য উন্নত করা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা পরিচালনা এবং শক্তিশালী আইন প্রণয়ন। এই সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিকল্পিতভাবে পরিচালনার জন্য আমরা একটি Fake Note Analysis Center প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এই Center প্রতিষ্ঠায় আমরা জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়েছি। বর্তমানে তা তাদের বিবেচনাধীন রয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : শাহ্ জিয়া-উল-হক, উপ পরিচালক
পেমেন্ট সিস্টেম্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়

সুস্থ থাকার জন্য ওজন স্বাভাবিক রাখুন

ডা. মো. মাহফুজুল হোসেন

সারা বিশ্বময় মোটা মানুষদের মিছিল যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ৫% 'ওবেজ' (obese) এবং ১৪% 'ওভারওয়েট' (overweight) এর বিপদসীমার মধ্যে অবস্থান করছেন। যা মোটেই কাম্য নয়।

আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ স্থূলতাজনিত নানা জটিলতায় আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও কিডনী রোগীদের সংখ্যা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। জেনেটিক ফ্যাক্টর একটা কারণ হলেও অতিমাত্রায় ক্যালোরি গ্রহণ এবং সেই সাথে আয়েশী জীবনযাপনই ওবেসিটির প্রধান কারণ।

ওজন স্বাভাবিক রাখার জন্য যা করতে হবে-

প্রথমত ওজন বাড়লো কিনা সে বিষয়ে সব সময় নিজেকেই বেশি সচেতন থাকতে হবে।

মনের আয়নায় একদিকে আপনার স্লিম ও স্মার্ট এবং অপরদিকে পেটমোটা, গালফোলা থলথলে চেহারার পার্থক্যটা কল্পনা করতে চেষ্টা করুন। তাহলেই অনেকটা কাজ হবে। নিজেকে সুস্থ ও ফিটফাট রাখতে চাইলে আজ থেকেই শুরু করুন-

- সপ্তাহে ৫ থেকে ৬ দিন গড়ে প্রতিদিন ৪০ মিনিট করে হালকা ব্যায়াম করুন, হাঁটুন ও সাঁতার কাটুন।
- চর্বি ও মিষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে দিন।
- আইসক্রিম ও সফট ড্রিংকস্ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন এবং ধূমপান ও অ্যালকোহল পরিত্যাগ করুন।
- ফল, সবজি ও শস্য দানা বেশি খেতে চেষ্টা করুন।
- ভাত কম খেয়ে তার বদলে রুটি খান।
- পেট পুরে না খেয়ে কিছুটা খালি রেখেই বেশ খানিকটা পানি পান করে নিন।
- প্রতিদিন অন্তত একটি লেবুর রস পানিতে মিশিয়ে খাবার অভ্যাস করুন। লেবুর ছাল খুব ভাল এন্টি অক্সিডেন্টের কাজ করে। তাই লেবুর ছাল ফেলে না দিয়ে কুচি করে কেটে সালাদের সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন।

লেখক : ডিসিএমও, বাংলাদেশ ব্যাংক চিকিৎসা কেন্দ্র, মতিঝিল, ঢাকা

বাংলাদেশ ব্যাংক আধুনিকায়নের নতুন ধাপ
কিউবিক্যালস্

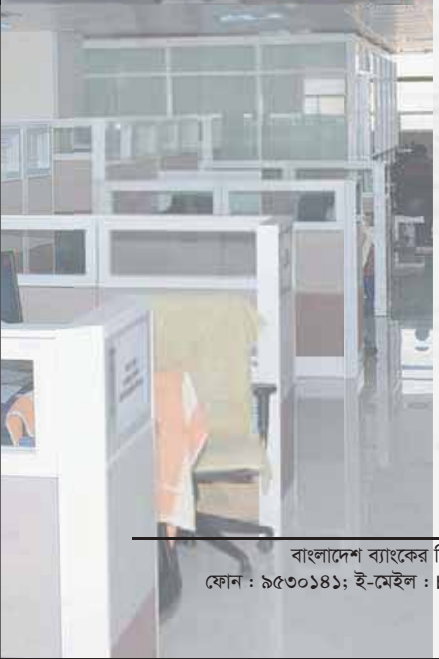

বাংলাদেশ ব্যাংকের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে এর বিভিন্ন ধরনের কর্মপ্রক্রিয়াকে অটোমেশনের আওতায় আনার পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে ব্যাংক ভবনে দাপ্তরিক কর্মপরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়াও। মতিঝিলস্থ ৩০ তলা ভবনের ২৪টি ফ্লোরে (৬ষ্ঠ হতে ২৯তম) বর্তমানে কিউবিক্যালস্ চেম্বার স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সিবিএসপি সেলের আওতাধীন এই কাজটি কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কিউবিক্যালস্ এর প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন কাজকে অটোমেশনের আওতায় আনার ধারাটিতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এর মধ্যে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং-ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট স্থাপনের বিষয়টি অন্যতম। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এবং শাখা অফিসগুলোর প্রায় চার হাজার কম্পিউটার (ল্যাপটপসহ) বর্তমানে একটি একক নেটওয়ার্ক এ (LAN & WAN) সংযুক্ত আছে। এই নেটওয়ার্কটি একটি মূল কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যার ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন যেমন-এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW), এন্টারপ্রাইজ রিসোর্সেস প্ল্যানিং (ERP), কোর ব্যাংকিং সলিউশন, সিআইবি অন লাইন, ই-টেন্ডারিং, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, ই-লাইব্রেরী প্রভৃতি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও নিকট ভবিষ্যতে goAML সফটওয়্যার ইন্টারনেট প্রোটোকল ফোন (IP Phone) স্থাপনের কাজ এই নেটওয়ার্ক কাঠামো ব্যবহার করে বাস্তবায়ন করা হবে।

তাই ব্যাংকের অটোমেশন কর্মকাণ্ডের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে তথা জাতীয় অর্থনীতির নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের (LAN & WAN) নিরাপত্তা বিধান করা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। কিউবিক্যালস্ চেম্বারসমূহে যে সমস্ত প্যানেল স্থাপন করা হয় সেগুলোর ভেতরে নির্দিষ্ট দূরত্বে বৈদ্যুতিক ক্যাবল ও কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ক্যাবল স্থাপন করায় দু'টি ভিন্নধর্মী ক্যাবলের মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বজায় থাকে যা তথ্য প্রবাহকে নিরবচ্ছিন্ন রাখে। এ বিষয়টি সার্বিক অটোমেশনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা এবং দাপ্তরিক কাজের পরিবেশে নান্দনিকতার ছোঁয়া আনতেই বাংলাদেশ ব্যাংকে কিউবিক্যালস্ এর মাধ্যমে অফিস লে আউট আধুনিকায়নের কাজ গ্রহণ করা হয়।

অফিস লে-আউট আধুনিকায়ন বাস্তবায়নের পর্যায়সমূহ

অফিস লে-আউট প্যাকেজের নকশা প্রণয়ন, কারিগরি ও সার্বিক সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মেসার্স তানিয়া করিম এন আর এন্ড এসোসিয়েটস এন্ড ডেক্সচারাস কনসালটেন্টস লিঃ শীর্ষক একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক ইউরো স্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ (এম) এসডিএন বিএইচডি, মালয়েশিয়াকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আধুনিক লে আউট প্রস্তুতের কাজটি প্রদান করা হয়।

অফিস লে-আউট সংক্রান্ত ফার্নিচার

- মহাব্যবস্থাপক ও উপ মহাব্যবস্থাপকগণের জন্য ফুল-হাইট চেম্বার।
- যুগ্ম পরিচালক ও উপ পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ওপেন হাইট চেম্বার।
- সহকারী পরিচালক ও অফিসারদের জন্য ওয়ার্ক স্টেশন।
- DECO দের জন্য ওয়ার্ক স্টেশন।
- বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত চেয়ার, গেস্ট চেয়ার, সোফা, টেবিল ইত্যাদি।
- প্রতিটি ফ্লোরের জন্য রিসিপশন ডেস্ক, কনফারেন্স রুম, ডিসকাশন রুম।
- ডিলিং রুম।
- ব্যাক অফিস।
- স্টোরেজ কেবিনেট।

কিউবিক্যালস্ কাজের অগ্রগতি

২০১২ এর এপ্রিলে ৩০ তলা ভবনের কিউবিক্যালস্ স্থাপনের কাজ শুরু হয়। এ বছর জানুয়ারি পর্যন্ত আটটি ফ্লোরে কিউবিক্যালস্ চেম্বার স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে এবং চলতি বছর জুন মাসের মধ্যে অবশিষ্ট ১৬টি ফ্লোরে কিউবিক্যালস্ চেম্বার স্থাপনের কাজ শেষ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কিউবিক্যালস্ চেম্বার ব্যবহারকারীদের অনুভূতি

যে আটটি ফ্লোরে কিউবিক্যালস্ স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে সেসব তলায় বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা এরই মধ্যে পুরোদমে কাজ শুরু করেছে। কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের চেম্বার, ওয়ার্ক স্টেশন, কনফারেন্স রুমে বসে দাপ্তরিক কাজ করতে পেরে উচ্ছ্বাস এবং আনন্দ প্রকাশ করেন। এর ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজের গতিও পূর্বের তুলনায় বেশ বেড়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করেন।

কিউবিক্যালস্ নিয়ে কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যত পরিকল্পনা

কিউবিক্যালস্ স্থাপনের কাজ বর্তমানে ত্রিশ তলা ভবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ভবিষ্যতে প্রধান কার্যালয়ের অন্যান্য ভবনসহ শাখা অফিসগুলোতেও পর্যায়ক্রমে কিউবিক্যালস্ চেম্বার স্থাপনের কাজ শুরু করা হবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : কালার ক্যাম্পাস, ৩২, পুরানা পল্টন, ঢাকা।